দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 29 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়েছে

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

মেয়েরা এখনও লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সরকার ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল শিক্ষার আওতায় আনতে চাচ্ছেন। দেশে এই বয়সের ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও স্কুলে এই বয়সী মেয়ের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালের রিপোর্টে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করার জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এই সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নারী শিক্ষা

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রসারে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা ২৩০ থেকে ২৪২-এ উন্নীত হয়। কিন্তু এর পর এই সুপারিশ আর কার্যকর করার কোন উদ্যোগই লক্ষ্য করা যায়নি। ছেলে ও মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ৪০ হাজার ৩শ' ১৩ থেকে ৪৪ হাজার ২৮-এ উন্নীত হলেও মেয়েদের জন্য পৃথক একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে অধিক হারে মহিলা প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগেরও সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ মোতাবেক সরকার শূন্য প্রাইমারী শিক্ষক পদের ৫০ ভাগ মহিলা শিক্ষক দ্বারা পূরণের সুনির্দিষ্ট আদেশও জারি করেন। কিন্তু ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালে মহিলা শিক্ষক নিয়োগে একটু প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও এখন পর্যন্ত দেশের মোট প্রাইমারী শিক্ষকের শতকরা ১০ জনও মহিলা নন।

১৯৮৩ সালে দেশে প্রাইমারী স্কুলে পড়ার বয়সী জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার। এই সময়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল মাত্র ৮৪ লাখ ৫০ হাজার। শতকরা হিসেবে ৬১·০৯ ভাগ মাত্র। আবার ভর্তি হওয়া ৮৪ লাখ ৫০ হাজারের মধ্যে ছেলের সংখ্যা ৫০ লাখ কিন্তু মেয়ের সংখ্যা ৩৪ লাখ ৫০ হাজার মাত্র। ছেলেদের তুলনায় ১৫ লাখ ৫০ হাজার কম। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, গড়ে স্কুলে ভর্তির সংখ্যায় যেমন মেয়েরা পিছিয়ে আছে অনেক, তার উপরে স্কুল ত্যাগের দিক দিয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীগুলোতে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় স্কুল ত্যাগ করে। অভিজ্ঞমহলের মতে গ্রামে মানুষের দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা ইত্যাদি মেয়েদের অধিক হারে স্কুল ত্যাগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অভিজ্ঞমহলের মতে, ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট তৎপর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি এ সময়ে সম্ভব হয়নি। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ১২ বছর পরেও মেয়েরা অতিরিক্ত এবং আশংকাজনক হারে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে প্রাইমারী শিক্ষার বয়সী মেয়েদের স্কুলে ভর্তি এবং স্কুলে শেষ পর্যন্ত অবস্থান নিশ্চিত করা জরুরী বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। ১৯৮৫-১৯৯০ সালের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা এবং ধরে রাখা সম্ভব হবে না যদি ১৯৭৯-৮৪ সময়ের কাজের ধারাই অব্যাহত থাকে। অভিজ্ঞমহলের মতে, সরকারের কার্যক্রম আরও সংহত এবং বাস্তবসম্মত করা দরকার।